আমি একটা যুদাস

জন মার্টিন

আর কদিন পর ইস্টার সানডে। মা'র কাছে গল্প শুনতাম ইস্টার শুরুর আগে সবাই নাকি ৪০ দিন না খেয়ে থাকতো।

-'তুমি ৪০ দিন না খেয়ে থাকতে পারতা' ? আমার চোখে মুখে বিস্ময় ।

মা আদর করে বুঝিয়ে বলে, 'আমগো যীশুও ৪০ দিন না খাইয়া আছিল। শয়তান কত লোভ দেখাইছে, কিন্তু কোন লাভ হয় নাই'। আমি কচি মনে দুরু দুরু বুকে আবার জিজ্ঞেস করতাম, 'তুমি ঠিকই ৪০ দিন কিছু খাবা না ? পানি ? চা ?'

'৪০ দিন তো আমগো সবাইরে উপোষ থাকতে হইব। আর এইটা না করলে অনেক পাপ হইব'।

' ও তার মানে আমরা সবাই রোজা রাখুম'। মা ধমক দিয়ে বলে, 'আমরা তো রোজা রাখি না, আমরা উপবাস করি'।

আমার বয়স তখন কত ? চার বা পাঁচ । মায়ের মুখে সেই আমি আমাদের 'রোজা' নয় 'উপবাসের' কথা শুনি। জল আর পানির মধ্যে যেমন তফাত, রোজা আর উপবাসের মধ্যে ও সেই রকমের একটি দেয়াল আছে।

আমরা ধীরে ধীরে বড় হই আর মায়ের নিয়মগুলো আমাদের ঘাড়ে বেশী করে চাপতে শুরু করে।

আমি অস্থির হয়ে উঠি। কার ভাল লাগে পুরো নাস্তা না খেয়ে আধপেট খেতে?

কিন্তু মা'র কড়া নির্দেশ, 'এখন তো চাইরটা শুক্রবার কম খাইতে বলি, আমরা যে ৪০ দিন এমন আধ পেট খাইতাম'?

আমার ও সব কথা বিশ্বাস হয় না। এটা কি করে সম্ভব যে খেতে বসে আধপেট খাব? মা আমাদের খাবারের রুচি বদলানোর জন্য নাকি অন্য কারণে ঐ দিন কোন মাংস রান্না করত না। আলু ভরতা আর উচ্ছে ভাজি টেবিলে রাখতো । বিষয়টা এমন ' ইচ্ছা হইলে খাও নাইলে না খাইয়া থাক। বিকাল বেলা গির্জা থিকা আইসা তারপর খাইবা'।

আমরা তের জন ভাই বোন। হারাধনের দশটি ছেলের ছড়ার মত আমরা ও একে একে বড় হলাম আর হারিয়ে যেতে শুরু করলাম। বাবা যতদিন ছিলেন তখন সবাই একসাথে গেণ্ডারিয়া আর নারিন্দার ছোট্ট একটা বাড়িতে গাদাগাদি করে বেড়ে উঠছিলাম । সেই কবে একটা সিনেমা হয়েছিল 'বিন্দু থেকে বৃত্ত'। আমি ওটার অর্থ বুঝতাম না । আমার ভাই হাতে পানি নিয়ে দেখাল, 'এই যে দেখ। আঙ্গুল থিকা পানির ফোটা যেখানে পরে ওইটা বিন্দু। আর পানি মাটিতে পড়লে কি হয়'?

আমি সরল মনে বলি, 'পানি ছড়ায় যায়'।

'ওইটা ছড়াইয়া বৃত্ত হয়'।

আমি অবাক হয়ে ঐ পানির বিন্দু থেকে বৃত্তের পরিণাম দেখি। কিছু বলি না । হয়ত ভয় পেয়েছি। আমি কেবল বিন্দু হয়ে থাকতে ছেয়েছি তাই বৃত্তকে এত ভয়!

বাবা যে আমাদের বিন্দু ছিল তা টের পেলাম ধীরে ধীরে। ঐ পানির মত বাবা কখন যে আঙ্গুল চুইয়ে ফোটা হয়ে মাটিতে মিশে গেল সেটা বুঝার আগেই জানলাম বড়দা তার সংসার নিয়ে আলাদা হবে। মেজদা বিদেশে পাড়ি জমালো, বড়দি হলি ফ্যামিলিতে নার্সিং শেখার জন্য হোস্টেলে চলে গেল আর সেজো ভাই ও ডাক্তারি পড়ার জন্য বাড়ি ছাড়ল । আমার ঠিক বড় বোনটি তখনও মেট্রিক পাশ করেনি। ওকে তাড়াহুড়া করে বিয়ে

দিয়ে দিল । একদিন শুনলাম মেজদি আর বাড়ি ফিরবে না। তার প্রিয় মানুষের হাত ধরে হারিয়ে গ্যাছে। মাকে দেখলাম সারাদিন ঘরে বসে কাঁদল । মা'র কিইবা করার ছিল? আমার পিসী এসে মাকে কত কিছু বলে গেল। মা কিছু বলল না। মা কি বলবে? মার মুখে কে শব্দ জুড়ে দিবে? আমরা বিন্দু থেকে কেবলই দূরে সরে যাচ্ছিলাম। কেবলই ছোট হতে থাকলাম ।

হারাধনের ১৩টি ছেলেমেয়েরা হারাতে হারাতে দুই এ এসে ঠেকল । আমি আর আমার ছোট ভাই রনি। আমরা তখন মাকে নিয়ে মহাখালীতে থাকি । আমার মেজদা ওটা বানিয়েছে। উহু, ভুল বললাম। মেজদা ওটার টাকা দিয়েছে আর বানিয়েছি আমি আর ইউসুফ ভাই। আমার কখনও ই মনে হয়নি ওটা আমার বাড়ি না। তাই নিজে পয়সা না দিলেও ওটা নিজের বাড়ি বলেই বেশ চালিয়েছি দীর্ঘদিন ।

মা ভীষণ খুশী ছিল - নিজের বাড়িতে এসে । বাবার তো আর মাস্টারি করে বাড়ি বানানোর উপায় ছিল না । আমরা সবাই ঢাকায় বড় হলেও - নিজের বাড়িতে থাকার সৌভাগ্য হয়নি । বছর ঘুরতেই বাড়ি ভাড়া বাড়ত , নতুবা নতুন জায়গায় থাকার পোকা কামড়াত । তাই বাড়ি বদলাও। সব প্যাকেট কর, ঠেলা গাড়ি ডাকো আর ঠেলা গাড়ির উপর রাজ্যের মালপত্র উঠিয়ে - ওদের সাথে নতুন পাড়াতে যাও । এমন ঝক্কি আমাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল ।

কিন্তু এত ঝক্কির পরও মা'র উপবাসের নিয়ম বদলালো না। ঐ যে শুক্রবারে মাংস না খাওয়া, সকালে অর্ধেক পেট নাস্তা করা, আর বিকেলে গির্জায় যাওয়া অনেকটা সামরিক বাহিনীর নিয়ম হয়ে গেল। এক গুড ফ্রাইডেতে মৌসুমি কে নিয়ে রেস্টুরেন্ট এ গেলাম। তখন সাথে মাত্র দেখা-শোনা। জানা-শোনা হয়নি তেমন। তবে ভাল লাগার ব্যাপার তো ছিলই । একগাদা খাবারের অর্ডার করলাম। কিন্তু ঐ মাংস দেখে মা'র সামরিক আইনের কথা মনে হোল । নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগছিল ।

'দূর মা তো আর দেখবে না, চোখ বুজে খেয়ে ফেলি' । একবার ভাবলাম । পারলাম না । মৌসুমিকে বললাম মা'র সামরিক আদেশের কথা । মেয়েটি আমাকে কতদিন চিনে? এখনও বলা হয় নি কত কথা । ও কি ভাবল জানলাম না । শুধু শুনলাম, 'ঠিক আছে, আমিও আজকে মাংস খাব না'। মৌসুমি কেন সেদিন মাংস খেল না - জানা হয়নি । মাকে কখনও ই বলা হয়নি সেই কথা।

প্রতিদিন সকালে আমার আর রনির জন্য বরাদ্ধ থাকতো হাতে বানানো রুটি আর ডিম । কিন্তু ঐ চারটা শুক্রবারে ডিম খাওয়া যাবে না ।

'কণা, অগো খালি রুটি দাও। কোন ডিম দিবা না'। মা'র করা আদেশ।

বেচারি কণা - যে আমাদের দু ভাইয়ের খাওয়া দাওয়ার বড় ভরসা - সে আর কি করে । কণার কি আর সাহস আছে যে মা'র কথা না শুনে? তাহলে বেতন তো দূরে থাক বাড়ি থেকেই বের করে দিবে। গাঢ়ো এই মেয়েটি ঢাকা শহরে কোথায় যাবে?

রনির তর্ক শুরু হয় মা'র সাথে। 'বুঝলাম শুক্রবারে মাংস খাওয়া যাবে না। কিন্তু ডিমে তোমার আপত্তি কই'?

মা'র একই কথা, 'এইটা উপবাসের মাস। এই মাসে ত্যাগ করতে হয়। প্রত্যেক দিন তো ডিম খাস - একদিন না খাইলে কি হয়'?

আমি আগুনে একটু ঘি ঢালি, 'কিন্তু মা, ডিমে তো আর মাংস নাই। ওইটা খাইলে কি অসুবিধা'?

'ডিমটা ফুটলে কি বাইর হইব' ? মা'র সহজ সরল প্রশ্ন । রনি এবার আপোষ প্রস্তাব রাখে , ' ঠিক আছে, ডিমের কুসুমে তো মুরগীর বাচ্চাটা আছে। আমি ওইটা বাদ দিয়া খালি সাদাটা খাই'।

মা'র ধৈর্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেল । 'তরা হইলি যুদাস (যুদাস যীশুকে শত্রুর কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল)। তরা মরলে নরকে ও জায়গা হইব না'।

প্রতি বছর মা'র সাথে আমাদের দু ভাইয়ের এই একই নাটক হতো । মা রাগ করে তার ঘরে চলে যেত আর আমরা দু ভাই মুচকি হেসে চা দিয়ে শুকনো রুটি খেতাম ।

এটা উপবাসের মাস । এই মাসে মা বলত অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয় । এই এপ্রিল মাসে প্রতি শুক্রবার আমি ভাবী মাংস খাব না। সকালে নাস্তার টেবিলে বসে ডিমের দিকে তাকিয়ে থাকি । আমি কি যুদাস ? ঐ ডিমের কুসুমে কি মাংস লুকিয়ে আছে? আমি হাত দিয়ে ডিমের কুসুম আলতো করে ছুঁয়ে দেই । কুসুমকে ঘিরে আছে সাদা অংশ । আমি শত চেষ্টা করে ও সাদা অংশ সরাতে পারি না । সরাতে পারি না বুকের ভিতরে লুকিয়ে থাকা মা'র সামরিক আইন । আমার অবস্থা দেখে ঋষিতা বলে, 'বাবা, গিভ ইট টু মি। আমি সুন্দর করে কেটে দেই'। আমি ওকে বলতে চাই, 'না রে মা ওটা কাটিস না। আমাকে বকা দে আর বল - তুমি একটা যুদাস । তোমার নরকেও জায়গা হবে না'।

আমি ঋষিতাকে কিছু বলতে পারি না। আমার বুক ভারী হয়ে আসে ।

ঋভু জিজ্ঞেস করে, ' বাবা, তুমি এই মাসে কি সাক্রিফাইস করলে'?

আমি কি বলবো খুঁজে পাই না । মনে হল অনেক কিছুই তো ছেড়ে দিলাম । আমার শৈশব ছাড়লাম, শৈশবের ভিটে ছাড়লাম । ছাড়লাম বেড়ে উঠার স্মৃতি। কেবল ছাড়তে পারলাম না এই উৎসবে আমার কাছের মানুষগুলোর স্মৃতি। আমার মা, বাবা আর ১৩ জন ভাইবোনের কথা।

রনি এখন কানাডায় থাকে । পথের দূরত্বের সাথে কি মনের টানও কমে ? ঐ সাত সমুদ্রের দেশে বসে এপ্রিলের কোন এক শুক্রবারে ডিম খাবার সময় ওর ও কি মনে হয় ও একটা যুদাস?

---

bangla-sydney.com, এপ্রিল, ২০১৪